এলজিইডি নিউজলেটার

এলজিইডির একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা // সংখ্যা ১২৫ : এপ্রিল–জুন ২০১৭ // রেজি নং-২৪-৮৭

২০১৬-১৭ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নে এলজিইডি'র সাফল্য

২০১৬-১৭ অর্থবছরে এলজিইডি'র এডিপি বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৯,৩২৪.৪০ কোটি টাকা। সংশোধিত এডিপিতে এ অর্থ বেড়ে দাঁড়ায় ১০,৮১৯.৫০ কোটি টাকা, যা মূল এডিপি'র লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৪৯৫.১০ কোটি টাকা বেশি। ১৩৩টি বিনিয়োগ ও ৪টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার থেকে এ অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়। এলজিইডি মোট ১০,৬৬৬.৯২ কোটি টাকা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়, যা মোট বরাদ্দের (সংশোধিত এডিপি) ৯৮.৫৯ শতাংশ। গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নের অগ্রগতি ছিল ৯৯.৪১ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় শতকরা হিসাবে কিছু কম হলেও ব্যয়ের হিসাবে ১,৬১৫.০০ কোটি টাকা বেশি। এলজিইডি'র অনুকূলে প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ যেমন বাড়ছে তেমনই বাড়ছে এর বাস্তবায়ন সক্ষমতা।

এদিকে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ছিল বারশ' আটান্ন কোটি টাকা, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় একশ তিরাশি কোটি টাকা অর্থাৎ শতকরা সতেরো ভাগ বেশি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে একত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮,৪৫৬. কিলোমিটার সড়ক নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, এগারোশ' পঁয়তাল্লিশ কোটি নব্বই লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭,০৮৭ কিলোমিটার সড়ক সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ এবং একষট্টি কোটি দশলক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫,০৯২ মিটার সেতু/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। একইসঙ্গে জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় করা হয়েছে বিশ কোটি টাকা।

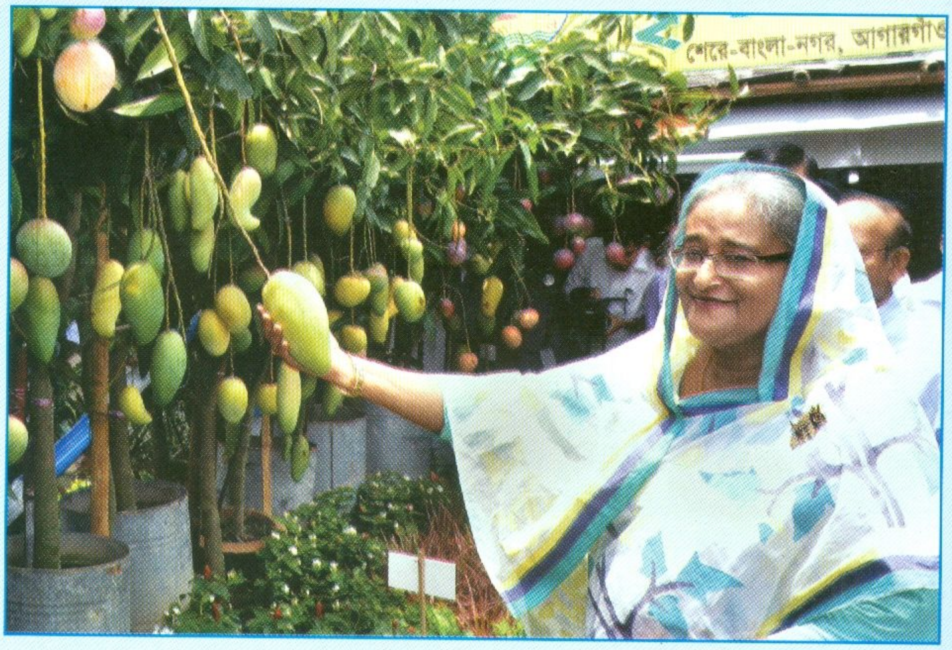

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবেশ মেলা ও বৃক্ষমেলা ২০১৭ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মেলা পরিদর্শন করছেন

অন্তত তিনটি করে গাছ লাগান

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

'বৃক্ষরোপণ করে যে, সম্পদশালী হয় সে'-এ প্রতিপাদ্য নিয়ে এবার পালিত হলো 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০১৭' এবং 'জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৭'। গত ৪ জুন ২০১৭ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র প্রাঙ্গণে একটি কাঁঠাল গাছের চারা রোপণের মধ্য দিয়ে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী পরিবেশ রক্ষায় অন্তত তিনটি করে গাছ লাগাতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। আধুনিক জীবন ব্যবস্থায় নগরায়ণের বিকল্প নেই মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নগরায়ণ করতে গিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন। নদী ও বায়ু দূষণ যেমন রোধ করতে হবে পাশাপাশি বৃক্ষরোপণও অব্যাহত রাখতে হবে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশে বনভূমির পরিমাণ অনেক বেড়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সুন্দরবন যাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য সরকার কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ বন সৃজনের উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়া পরিবেশ রক্ষায় যেখানে সেখানে শিল্পায়ন না করে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ওপর প্রধানমন্ত্রী জোর দেন। তিনি বলেন, সকলের গ্রামে বাড়ি আছে, জায়গা আছে, প্রত্যেকেই অন্তত ৩টি করে গাছ লাগাবেন যাতে থাকবে একটি বনজ, একটি ভেষজ ও একটি ফলদ বৃক্ষ। এ বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি নিজেই গণভবনের ছাদে আম গাছ লাগিয়েছেন। টবে স্ট্রবেরি লাগিয়েছেন। সেই গাছগুলোতে আম ও স্ট্রবেরি ধরেছে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী পরিবেশ রক্ষায় অবদানের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের হাতে পরিবেশ পদক তুলে দেন। উল্লেখ্য, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর আশির দশক থেকে দেশব্যাপী পল্লি সড়কের পাশে বৃক্ষরোপণ করে আসছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী সড়কের পাশে তালগাছ লাগানো হচ্ছে।

সম্পাদকীয়

এডিপি বাস্তবায়ন সক্ষমতা : এলজিইডি অনন্য একটি দৃষ্টান্ত

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় পল্লি ও শহরাঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে। এসব দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এলজিইডি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকারের জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

প্রতিষ্ঠানটি জন্মলগ্ন থেকেই যোগ্য নেতৃত্ব, সঠিক কর্মপরিকল্পনা, কর্মসম্পাদনে স্বচ্ছতা ও নিষ্ঠা এবং সর্বোপরি দক্ষ ও দায়িত্ব পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কর্মীবাহিনীর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নে সাফল্যের প্রমাণ রেখে চলেছে। এ সাফল্যের কারণে সরকারের বেশকিছু মন্ত্রণালয় অবকাঠামো উন্নয়নের দায়িত্ব এলজিইডিকে দিয়েছে।

গত পাঁচ বছরের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয় যে, কার্যক্রম বাস্তবায়নে ধারাবাহিক সাফল্যের কারণে এলজিইডি প্রতিবছর বাজেটে বর্ধিতহারে বরাদ্দ পাচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে এলজিইডি সক্ষমতার প্রমাণ রাখায় প্রতিবছর মূল এডিপির তুলনায় সংশোধিত এডিপিতে গত পাঁচ বছরে গড়ে প্রায় ষোল শতাংশ হারে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। বিগত ২০১২-১৩ অর্থবছরে এলজিইডি'র অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বা এডিপি (সংশোধিত) বরাদ্দ ছিল ৫৭৩৮.১৮ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ছিল ১০৮১৯.৫০ কোটি টাকা। বিগত পাঁচ বছরে বরাদ্দ বেড়েছে ৫০৮১.৩২ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ব্যয় হয়েছে ৫৬৬৯.৯২ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যয় হয়েছে ১০৬৬৬.৯২ কোটি টাকা। বিগত পাঁচ বছরে ৪৯৯৭.০০ কোটি টাকা বেশি অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম হয়েছে এলজিইডি। গত পাঁচ বছরে এডিপি বাস্তবায়নের চিত্র হচ্ছে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৯৮.৮১%; ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৯৯%; ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৯৯.২০%; ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৯৯.৪১% এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৯৮.৫৯%; অর্থাৎ গড়ে ৯৯%।

স্থানীয় সরকার বিভাগের এডিপি বাস্তবায়ন সাফল্যে এলজিইডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুকূলে যে এডিপি বরাদ্দ রাখা হয় তার একটি বড় অংশ থাকে এলজিইডি'র অনুকূলে। এলজিইডি'র এই সাফল্য সরকারের এডিপি বাস্তবায়নে তথা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে।

প্রকল্প পরিকল্পনায় স্কীমের দ্বৈততা পরিহারে জিআইএস প্রযুক্তিঃ একটি নতুন উদ্ভাবন

উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত শতাব্দির নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিক থেকে এলজিইডি জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। পাবলিক সেক্টরসমূহের মধ্যে এলজিইডিতেই প্রথম জিআইএস স্থাপন করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিলো জিআইএস প্লাটফর্মে স্থানীয় সরকারের অবকাঠামোসমূহের জিওডাটাবেজ তৈরি করে আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় তৃণমূল পর্যায়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও জনসাধারণের অংশগ্রহণ সহজ করা। পরবর্তীতে প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনের ফলে এলজিইডি'র বিভিন্ন কার্যক্রমে জিআইএস ব্যবহৃত হচ্ছে।

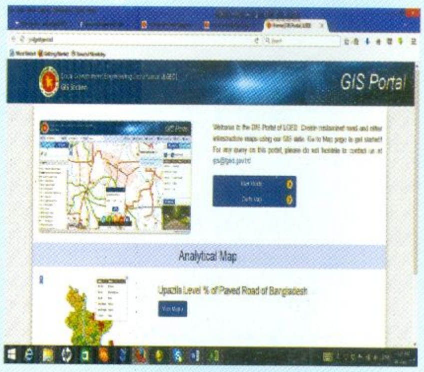

নতুন প্রকল্প প্রণয়নের সময় স্কীম নির্বাচনের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে স্কীমসমূহের দ্বৈততা যাচাই করা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রকল্পে প্রস্তাবিত সড়কসমূহ অন্য কোনও প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিনা সেটি যাচাই করা অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ ও জনবল নির্ভর একটি কাজ। এ কাজটিকে সহজ করার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি একটি জিআইএস বেইজড্ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়েছে। এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যম এলজিইডির নতুন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের সময় সড়ক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সহজে দ্বৈততা পরিহার করা যাবে। এতে করে ডিপিপি প্রণয়ন কাজ স্বল্প সময়ে ও নির্ভুলভাবে করা যাবে।

এরপর পৃষ্ঠা ০৩

বাংলাদেশ-শ্রীলংকা পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে পরিবেশগত সুরক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্দেশ্য এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর নেতৃত্বে চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল গত ২৬-২৮ জুন ২০১৭ শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বো সফর করেন। সফরকালে প্রতিনিধি দল শ্রীলংকার জাতীয় সড়ক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (আরডিএ) মহাপরিচালক ডি কে রহিত স্বর্ণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে উভয় পক্ষ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে মতবিনিময় করেন। একইসঙ্গে অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে স্ব স্ব অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং এ বিষয়ে সফল অভিজ্ঞতাগুলো বিনিময়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আরডিএ পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিত করে শ্রীলংকার সড়ক নেটওয়ার্ট উন্নয়ন, পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এলজিইডি'র প্রতিনিধি দলে ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ মতিয়ার রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী মীর তানভীর হোসেন ও সিনিয়র সোসিওলজিস্ট মোঃ কবিরুল ইসলাম।

শ্রীলংকার সড়ক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মহাপরিচালক ডি কে রহিত স্বর্ণার সঙ্গে মতবিনিময় করছেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী

একটি নতুন উদ্ভাবন

২য় পৃষ্ঠার পর

এ কার্যক্রমটি সরকারের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) এর উদ্ভাবনী কার্যক্রমের আওতায় একটি নতুন উদ্ভাবন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অ্যাপ্লিকেশনটি এলজিইডি'র জিআইএস পোর্টালে (www.gis.lged.gov.bd) সন্নিবেশিত রয়েছে। এলজিইডি'র জিআইএস পোর্টালটি পর্যাপ্ত তথ্য সমৃদ্ধ করে তৈরি করা হয়েছে। এ পোর্টালের মাধ্যমে এলজিইডির যেকোনো সড়কের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসহ সড়কের ক্রস সেকশন পাওয়া যাবে।

এছাড়া বিভিন্ন নির্ণায়কের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাদের প্রয়োজনীয় সড়ক নির্বাচন করতে পারবেন। এ অ্যাপ্লিকেশনের আরো একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এর সাহায্যে কোনো সড়কের বাফার দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করে সড়ক ব্যবহারকারীর (রোড সার্ভড পপুলেশন) সংখ্যা জানা যাবে। জিআইএস পোর্টালের মাধ্যমে জনসাধারণ জেলা ও উপজেলা ম্যাপ দেখতে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজড ম্যাপ তৈরি করতে পারবেন।

ভারত ও নেপালের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময়

গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নে গবেষণা ও বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে ভারত ও নেপালের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করে। প্রতিনিধি দল ডিএফআইডি অর্থায়নে রিসার্চ ফর কমিউনিটি এক্সেস পার্টনারশিপ (রিক্যাপ) প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা উপলক্ষ্যে ঢাকায় আসে। বিগত ১৭-১৮ মে ২০১৭ ঢাকার একটি হোটেলে এ প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, রিক্যাপ প্রকল্পটি আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে গবেষণা, পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনার জন্য কাজ করছে। বাংলাদেশে এলজিইডি এ প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

বিগত ১৭ মে রিক্যাপের দক্ষিণ এশিয় অঞ্চলের এ প্রতিনিধি দল গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নে এলজিইডি'র অভিজ্ঞতা জানার জন্য এর সদর দপ্তরে এক সভায় মিলিত হন। এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রধান প্রকৌশলী বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে এলজিইডি'র মূল লক্ষ্য ছিল রুরাল এক্সসিবিলিটি বাড়ানো। *এরপর পৃষ্ঠা ০৫*

অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় উপস্থিত এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক যৌথ কর্মশালা

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় কৃষি, মৎস্য, পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ সকল সংস্থার মধ্যে সমন্বয় জরুরি। গত ১০ এপ্রিল ২০১৭ এলজিইডি সদর দপ্তরে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে অনুষ্ঠিত যৌথ কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ও ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (আইসিসিসিএডি) এর যৌথ উদ্যোগে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। আইসিসিসিএডি'র পরিচালক, ড. সালিমুল হক বলেন, এলজিইডি সরকারের বৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা, যারা দেশব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কাজ করছে। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) ইফতেখার আহমেদ বলেন, এলজিইডি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে কাজ করছে। উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন পরিকল্পনা কমিশনের যুগ্ম প্রধান মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উপসচিব মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন, এলজিইডি'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ। কর্মশালায় এলজিইডি'র কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্টের প্রকল্প পরিচালক এ, কে, এম, লুৎফর রহমান জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে এলজিইডি'র কার্যক্রমের ওপর পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন।

সভায় যেসব সুপারিশ করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য- এলজিইডি'তে জলবায়ু ইউনিট স্থাপন, প্রকল্প তৈরির সময় জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু অর্থনীতি ও অর্থায়ন বিষয় বিবেচনায় নেওয়া, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি রাখা, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বিনিময়, পানি ব্যবহারে দক্ষতা বাড়ানো, সৌরশক্তিভিত্তিক সেচ ব্যবস্থা চালু এবং জলবায়ু সহনীয় শস্য চাষাবাদ।

কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন) মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (আইডব্লিউআরএম) মোঃ মহসীন। ড. সালিমুল হক কর্মশালাটি সঞ্চালন করেন।

ইউজিআইআইপি-৩ এর অগ্রগতি পর্যালোচনা কর্মশালা

গত ৩ ও ৪ মে ২০১৭ এলজিইডি সদর দপ্তরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩) এর অগ্রগতি বিষয়ক পর্যালোচনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালার উদ্বোধন করেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার, এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এবং ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ওএফআইডি) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের সকল পর্যায়ে জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে পৌরসভাকে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত ইউজিআইআইপি-১ ও ২ এর ধারাবাহিক সাফল্যের ভিত্তিতে দেশের ৩১টি পৌরসভায় ২০১৪ সাল থেকে ইউজিআইআইপি-৩ এর বাস্তবায়ন শুরু হয়। প্রধান প্রকৌশলী বলেন, বাংলাদেশের নগর উন্নয়নে এডিবি ১৯৯১ সাল থেকে আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। গত তিন বছর ধরে ইউজিআইআইপি-৩ এর বাস্তবায়ন কাজ চলছে।

এরপর পৃষ্ঠা ০৫

কর্মশালায় মঞ্চে উপবিষ্ট এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলীসহ অতিথিবৃন্দ

অগ্রগতি পর্যালোচনা কর্মশালা

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পে এডিবির অতিরিক্ত অর্থায়নে আরো নতুন ৫টি পৌরসভা যুক্ত হয়েছে।

বিশেষ অতিথি এডিবি দক্ষিণ এশিয়া আরবান এন্ড ওয়াটার ইউনিটের পরিচালক শেখর বনু নগর উন্নয়নে ইউজিআইআইপি-৩ এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি এডিবির অন্যান্য সদস্য দেশেও এই প্রকল্পের মডেল প্রচলনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ইউজিআইআইপি-৩ মডেল অনুযায়ী ভবিষ্যতে এলজিইডির নগর উন্নয়ন প্রকল্পে এডিবির সহায়তা অব্যাহত থাকবে।

কর্মশালায় প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে নগর পরিচালন উন্নতিকরণ পরিকল্পনা (ইউজিআইএপি) বাস্তবায়ন ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে অধিকাংশ পৌরসভার প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক। তবে ইউজিআইএপি বাস্তবায়নে যে সকল পৌরসভা তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে আছে তাদের দ্রুততার সঙ্গে তা বাস্তবায়নের জন্য তাগিদ দেওয়া হয়।

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। দু'দিনব্যাপী এ কর্মশালায় ইউজিআইআইপি-৩ ভুক্ত ৩৬টি পৌরসভার মেয়র, নির্বাহী কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী ও পৌরসভার সচিবগণ অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা এবং পুনর্বাসন বিষয়ে প্রকল্পের নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করে উপ-প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

সিটিইআইপি: সমন্বিত নগর পরিচালন উন্নতিকরণ বিষয়ে কর্মশালা

সমন্বিত নগর পরিচালন উন্নতিকরণ বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

কোস্টাল টাউনস এনভায়রনমেন্টাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (সিটিইআইপি)-এর অধীন পৌরসভাসমূহের জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বিত নগর পরিচালন উন্নতিকরণ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আট পৌরসভায় আটটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এসব কর্মশালায় ১২৯৯ জন পুরুষ এবং ৩৫৫ জন নারী অংশগ্রহণ করেন। পৌরসভার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা, জেন্ডার এ্যাকশন প্লান (জিএপি), দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা (পিআরএপি) এবং সমন্বিত পরিবেশগত স্যানিটেশন ও কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে এসব কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জেন্ডার উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, সমন্বিত পরিবেশগত স্যানিটেশন এবং কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর আট পৌরসভার জন্য আলাদা আলাদা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

সমন্বিত নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে জন্য পৌরসভার ওয়ার্ড কমিটিতে শতকরা চল্লিশ ভাগ নারীসহ অন্য সব কমিটিতে কমপক্ষে শতকরা তেত্রিশ ভাগ নারী অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি পৌরসভায় জেন্ডার এ্যাকশান প্ল্যান (জিএপি) এবং দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা (পিআরএপি) বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভার বার্ষিক বাজেটে অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উপকূলীয় এলাকার শহরসমূহে সৃষ্ট জনদুর্ভোগ নিরসনে বাংলাদেশ সরকার ও এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সিটিইআইপি আটটি শহরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। শহরগুলো হলো, গলাচিপা, পিরোজপুর, মঠবাড়িয়া, বরগুনা, কলাপাড়া, ভোলা, দৌলতখান ও পটুয়াখালী।

অভিজ্ঞতা বিনিময়

৩য় পৃষ্ঠার পর

বর্তমানে এলজিইডি দেশব্যাপী শক্তিশালী সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে কাজ করছে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠির শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে এলজিইডি'র নির্মিত অবকাঠামো প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে।

সভায় নেপালের ডিপার্টমেন্ট অব লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড এগ্রিকালচারাল রোডস (ডলিডার)-এর মহাপরিচালক রামকৃষ্ণ সফকতা, ভারতের সেন্ট্রাল রোড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক শুভময় গঙ্গোপাধ্যায়সহ প্রতিনিধি দলের সদস্যরা এলজিইডি'র কর্মকর্তাদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

নেপালের ডলিডারের মহাপরিচালক বলেন, বাংলাদেশে এলজিইডি'র সাফল্যে ডলিডার অনুপ্রাণিত। দক্ষিণ এশিয়ায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে সব দেশ এলজিইডিকে রোল মডেল মনে করে।

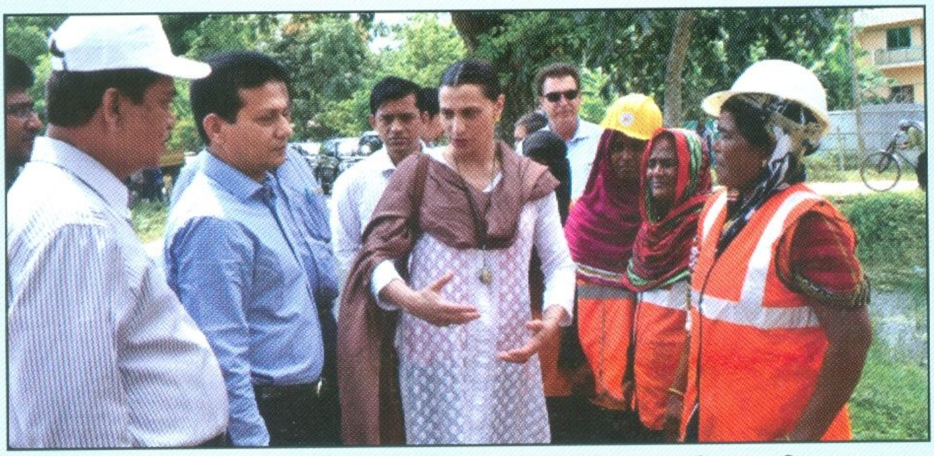

মাঠ পরিদর্শনের সময় পিবিএমসি'র নারী শ্রমিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন বিশ্বব্যাংক মিশন প্রধান

আরটিআইপি-২-এর সফল কর্মকাণ্ড দেখতে বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি দল

সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) এর সফল কর্মকাণ্ড দেখতে বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিনিধি দল গত ১৪-১৬ মে ২০১৭ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার পরিদর্শন করে। চার সদস্য বিশিষ্ট এ প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দেন বিশ্বব্যাংকের ট্রান্সপোর্ট ও আইসিটি বিষয়ক গ্লোবাল প্রাকটিসের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ম্যানেজার মিজ কারলা গঞ্জালেজ কার্ভাজাল। প্রকল্পের আওতায় উন্নীত গ্রামীণ অবকাঠামোর প্রভাব, কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনসম্পৃক্ততার কৌশল, নারী শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নে পারফরম্যান্স বেইজড মেইনটেন্যান্স কন্ট্রাক্ট (পিবিএমসি)'র ভূমিকা এবং কমিউনিটি সড়ক নিরাপত্তা কর্মসূচির সফল ও উদ্ভাবনী দিক দেখতে এ প্রতিনিধি দল সফরে আসেন।

প্রতিনিধি দল চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলায় উপজেলা সড়ক পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম এবং লোহাগড়ায় নবনির্মিত গ্রোথ সেন্টার মার্কেট পরিদর্শন করে। একইসঙ্গে প্রতিনিধি দল কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে পিবিএমসি'র কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে। গ্রামীণ সড়ক সার্বক্ষণিক চলাচল উপযোগী রাখতে একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে পিবিএমসি মডেল পরীক্ষা করা হচ্ছে। প্রতিনিধি দল উখিয়া উপজেলায় বাস্তবায়িত কমিউনিটি সড়ক নিরাপত্তা কর্মসূচিও পরিদর্শন করে। এ সময় ইনানী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, গাড়ি চালক ও স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সড়ক নিরাপত্তার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। গত ১৬ মে ২০১৭ এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে মাঠ পরিদর্শনের ফলাফল উপস্থাপন করা হয়। কারলা গঞ্জালেজ কার্ভাজাল জানান, এ প্রকল্পের আওতায় সড়ক উন্নয়নের পাশাপাশি সড়ক নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বাজার-ঘাটেরও উন্নয়ন করা হয়েছে। নদীপথ খননের মাধ্যমে নাব্য ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এ কার্যক্রমগুলো সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করায় জনজীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। প্রধান প্রকৌশলী বলেন, এলজিইডি প্রায় ৩০-৩৫ বছর যাবৎ বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে কাজ করছে। তিনি উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংকসহ উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে এলজিইডি'র সুসম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) ইফতেখার আহমেদ এলজিইডি'র সার্বিক কার্যক্রমের ওপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে দেশের ২৬টি জেলায় আরটিআইপি-২-এর কার্যক্রম চলছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১২ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত নির্ধারিত।

এমজিএসপি: বিশ্বব্যাংক মিশন

মিউনিসিপ্যাল গভর্ন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি)-এর সার্বিক কার্যক্রম ও অগ্রগতি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে গত ২৩ এপ্রিল থেকে ৪ মে ২০১৭ বিশ্বব্যাংকের ৭ম ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট মিশন পরিচালিত হয়। ১২ সদস্য বিশিষ্ট এ মিশনে নেতৃত্ব দেন বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র আরবান স্পেশালিস্ট ও টাস্ক টিম লিডার ক্রিস্টোফার টি, পাবলো। মিশন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও প্রকল্প কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়। এ সময় ডিসেম্বর ২০১৭ এ অনুষ্ঠিতব্য প্রকল্পের মিডটার্ম রিভিউ ওয়ার্কপ্ল্যান, অপারেশনাল অডিট, থার্ডপার্টি মনিটরিং, পারফরমেন্স এ্যাসেসমেন্ট এবং মনিটরিং ও ইভালুয়েশন সিস্টেম বিষয়ে আলোচনা করা হয়। মিশন প্রতিনিধিবৃন্দ স্থানীয় সরকার বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন। গত ২৮ এপ্রিল ২০১৭ পটিয়া পৌরসভা সফরকালে মিশন পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে এক পর্যালোচনা সভায় মিলিত হয়। এ সময় ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান ও প্রায়োরিটি লিস্ট অনুযায়ী উপ-প্রকল্প তৈরি এবং কাজের গুণগত মান বজায় রেখে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। মিশন সদস্যবৃন্দ পটিয়া পৌরসভায় চলমান কাজ ও যেসব উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হবে তা সরেজমিন পরিদর্শন করেন। ৪ মে ২০১৭ স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব আবদুল মালেক এর সভাপতিত্বে র‌্যাপআপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পের গৃহীত কার্যক্রম ও সার্বিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য, এমজিএসপি দেশের ৪টি সিটি কর্পোরেশন ও ২২টি পৌরসভায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর আওতায় মিউনিসিপ্যাল গভর্ন্যান্স ও বেসিক আরবান সার্ভিসেস ডেভেলপমেন্ট এবং অপারেশন এ্যান্ড মেইনটেন্যান্স কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারিত।

সরেজমিন পটিয়া পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন ড্রেন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করছেন মিশন সদস্যবৃন্দ

সিটিইআইপি: এডিবি মিশন

কোস্টাল টাউনস এনভায়রনমেন্টাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (সিটিইআইপি)-এর চলমান কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে গত ১৫ থেকে ১৮ মে ২০১৭ এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের ইনভেস্টমেন্ট গ্র্যান্ট রিভিউ মিশন পরিচালিত হয়। মিশন প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে। তিন সদস্য বিশিষ্ট এ মিশনে নেতৃত্ব দেন এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ক্লাইমেট ডিপার্টমেন্টের ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্পেশালিস্ট ভুবনেশ্বর প্রসাদ শাহ। মিশন ১৭ মে ২০১৭ এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রকল্পের কর্মকর্তা, পটুয়াখালী ও বাগেরহাট পৌরসভার মেয়র, নগর পরিকল্পনাবিদ ও পরামর্শকগণের সঙ্গে প্রকল্পের অগ্রগতি ও পৌরসভার ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে মতবিনিময় করে।

মিশন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করে। এলজিইডি'র জিআইএস ইউনিট পরিদর্শন করে মিশন নগর পরিকল্পনা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এছাড়া মিশন গত ১৮ মে ২০১৭ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব কাজী শফিকুল আযমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

সিটিইআইপি এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উপকূলীয় শহরে সৃষ্ট জনদুর্ভোগ নিরসনে কাজ করছে। প্রকল্পটি উপকূলীয় জেলা বরগুনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, ভোলা ও বাগেরহাটের ১০টি শহরে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ এলজিইডি'র সাফল্যের অন্যতম ভিত্তি

একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর সাফল্যের যে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে তার অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে সময়োপযোগী ও মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ। ১৯৮২ সাল থেকে তৎকালীন পল্লীপূর্ত কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কার্যক্রমের অধীনে এবং পরবর্তীতে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে এলজিইডি প্রধান কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইউনিট স্থাপন করা হয়।

প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০১২ সালে রাজস্ব বাজেটের আওতায় এলজিইডি'র প্রতিটি অঞ্চলে মোট ১৪টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব কেন্দ্রে প্রতিবছর এলজিইডি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাশাপাশি ঠিকাদার, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, উপকারভোগী এবং এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠিকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া বেশকিছু প্রশিক্ষণ মাঠ পর্যায়ের অন-দ্য-জব আকারে দেওয়া হয়।

বিশেষায়িত বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ (ইএসসিবি), বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), সমবায় আঞ্চলিক ইনস্টিটিউট (সিজেডআই), কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি), বিপিএটিসি, আরপিএটিসি ইত্যাদির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ কাজে বেশ কিছু এনজিও কে-ও নিয়োজিত করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে এলজিইডি উচ্চতর গবেষণার জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিইএম) এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) এর সঙ্গেও কাজ করে থাকে। দেশে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পাশাপাশি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পেশাগতজ্ঞানের বিস্তার ঘটাতে এলজিইডি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করে থাকে। এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা বিদেশের খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাফল্যজনকভাবে প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সরকারের রাজস্ব বাজেট ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার দু'শ সাতাশ জন। এর মধ্যে এক লক্ষ পনের হাজার তিনশ নব্বই জন নারী এবং আশি হাজার আটশ সাইত্রিশ জন পুরুষ। অর্থবছরে সর্বমোট নয় লক্ষ চল্লিশ হাজার প্রশিক্ষণ দিবস অর্জিত হয়েছে।

অর্চনা দাসের সাফল্য

হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এর প্রশিক্ষণ বদলে দিল অর্চনা দাসের জীবন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান দিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন পাটজাত পণ্যের এক ক্ষুদ্র কারখানা। এখন স্থানীয়বাজার ও ঢাকার স্বনামখ্যাত বিপণী কেন্দ্র জয়িতায় এসব পণ্য নিয়মিত বিক্রি হচ্ছে। অর্চনা দারিদ্র্যের কাষাঘাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

অর্চনা দাস সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার বেহেলী ইউনিয়নের শোলাচরা গ্রামের এক হতদরিদ্র পরিবারের গৃহিণী। স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে জীবন চলছিল নিদারুণ কষ্টে। তিনি দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তির কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তা অর্চনাকে দিশেহারা করে তুলত।

একদিন অর্চনার স্বামী হিলিপ-এর মাঠকর্মীর মাধ্যমে জানতে পারেন এলজিইডির হিলিপ প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তিনি পাটজাত বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিতে অর্চনাকে উদ্বুদ্ধ করেন। এরপর অর্চনা ২০১৬ সালে সুনামগঞ্জ জেলার হিলিপ প্রকল্পের দশ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণটি অর্চনাকে সামনে চলতে অনুপ্রাণিত করে। দারিদ্র্য থেকে মুক্তি ও সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন দেখায়। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা

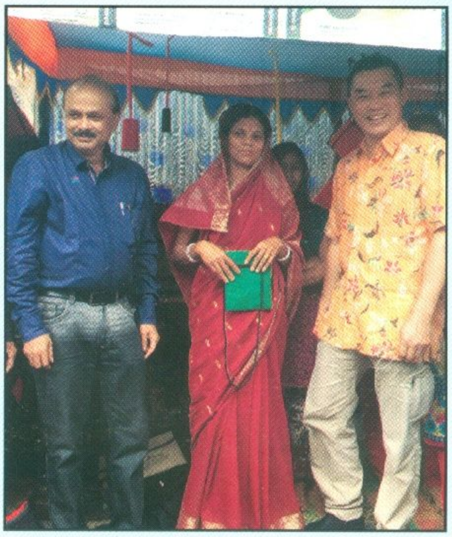

সফল নারী অর্চনা দাস

কাজে লাগিয়ে অর্চনা পাটজাত বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী তৈরির জন্য একটি ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপনের কাজ শুরু করেন। কিন্তু এ পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় পুঁজি। হিলিপ প্রকল্পের সঙ্গে যোগাযোগ করলে প্রকল্প কর্মকর্তারা অর্চনাকে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ত্রিশ হাজার টাকা ঋণের ব্যবস্থা করেন। শুরু হয় নতুন পথচলা। এ অর্থ দিয়ে অর্চনা তিনটি সেলাই মেশিন ও কাঁচামাল কিনে নিজ বাড়িতে জুটব্যাগ তৈরির কাজ শুরু করেন। এরপর তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। বিভিন্ন ডিজাইনের পাটজাত পণ্য উৎপন্ন ও বাজারে বিক্রি করে তিনি উপার্জন করতে থাকেন। আস্তে আস্তে তার আয় বাড়তে থাকে। অর্চনা তার কারখানায় হিলিপ থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়া আরও চার নারীকে কারিগর হিসেবে নিয়োগ দেন। ফলে এ চারজন নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। অর্চনার স্বামী কারখানায় উৎপাদিত স্কুলব্যাগ, শপিংব্যাগ, মোবাইলব্যাগ ও পার্সেলব্যাগ স্থানীয় বাজার এবং বাংলাদেশের কুটির শিল্প মেলায় নিয়মিত বিক্রি করেন।

এছাড়াও অর্চনা হিলিপ প্রকল্পের সহযোগিতায় ঢাকার জয়িতা বিপণী কেন্দ্রের চাহিদা অনুযায়ী নিয়মিত মালামাল সরবরাহ করেন। অর্চনার গড় মাসিক আয় ১৫০০০ টাকা, যা থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণের কিস্তি বাবদ প্রতিমাসে ২৬০০ টাকা পরিশোধ এবং ২০০ টাকা সঞ্চয় করেন।

প্রতিমাসে পরিবার ও ব্যবসা পরিচালনা খরচ হিসেবে আট হাজার টাকা বাদ দিয়েও তার নিট মুনাফা ৪২০০ টাকা। অর্চনার পরিবারের অভাব আজ দূর হয়েছে। দুই মেয়েই নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে। অর্চনা একটি বড় আকারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছেন। ইফাদ সুপারভিশন মিশন গত ১০ মে ২০১৭ অর্চনা দাসের কারখানা দেখে ভূয়সী প্রশংসা করে।

ইউজিআইআইপি-৩ এর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্যোগ

ঈশ্বরদী পৌরসভার মেয়র মোঃ আবুল কালাম আজাদ মিন্টু দরিদ্র পৌরবাসীদের মধ্যে ছাগল বিতরণ করছেন

শহরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি পৌরসভার দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ঈশ্বরদী পৌরসভা বেশকিছু আয়বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এটি তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩) ভুক্ত একটি পৌরসভা।

প্রকল্পের নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনা (ইউজিআইএপি) এর শর্তানুযায়ী এই পৌরসভা চাহিদাভিত্তিক দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পৌরসভার নিজস্ব আয় থেকে অর্থ বরাদ্দ করে এর বাস্তবায়ন কাজ চলছে,

এরপর পৃষ্ঠা ০৯

গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসকরণে আরইআরএমপি-২ এর উদ্যোগ

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত নারীকর্মী

সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ অনুসারে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় এলজিইডি রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম-২ (আরইআরএমপি-২) বাস্তবায়ন করছে। এর লক্ষ্য হলো দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানরত পরিবারগুলোকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা। এ কর্মসূচির আওতায় সারাদেশে মোট ৫৯১৮০ দুঃস্থ নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে এবং এ পর্যন্ত মোট পাঁচ কোটি একান্ন লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৪১টি জেলার ৩১৭৮টি ইউনিয়নে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) কর্তৃক বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের ২৩টি জেলার ১৩৭০টি ইউনিয়নে এ কর্মসূচি চালু রয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় কাজে নিযুক্ত প্রত্যেক নারীকর্মীকে দৈনিক ১৫০ টাকা হারে মজুরি দেওয়া হয়।

দৈনিক মজুরি থেকে ৫০ টাকা নিজস্ব সঞ্চয় একাউন্টে আবশ্যিকভাবে জমা রাখা হয়। ইইউ এর নীতিমালা অনুযায়ী দু'বছর মেয়াদী প্রতিটি পর্যায় শেষে ৩৬৫০০ টাকা এবং সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী চার বছর মেয়াদী পর্যায় শেষে সঞ্চয়ের ৭৩০০০ টাকা ফেরতযোগ্য।

সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে নারীকর্মীগণ তাদের সুবিধামত আয়বর্ধনমূলক কাজ বেছে নিতে পারবেন। ফলে গ্রামীণ দুঃস্থ নারীদের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের পথ তৈরি হবে।

কার্যক্রমের আওতায় নিয়োজিত নারীকর্মীদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে এবং সুবিধাজনক আয়বর্ধনমূলক কাজের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরইআরএমপি-২ এর অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) বরাদ্দ ছিল ২৫৮ কোটি টাকা। এ অর্থে ৪৫৪৮০ জন দুঃস্থ নারীর জন্য বছরব্যাপী কর্মসংস্থান করা হয়েছে। ফলে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ১ কোটি ৬৬ লক্ষ জনদিবস অর্জিত হয়েছে।

প্রকল্পটি দুঃস্থ নারীদের ভবিষ্যৎ সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছে। তাদের ছেলে-মেয়েরা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে। সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে সঠিক আয়ের পথ বেছে নিয়ে তারা এর ধারাবহিকতা বজায় রাখতে পারবে।

আইএমইডির উপ-সচিব ও আরইআরএমপি-২ এর প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন

'ইইউ মিশন' আরইআরএমপি-২ এর কার্যক্রম পরিদর্শন করছে

আরইআরএমপি-২ এর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে

কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্যোগ

৮ম পৃষ্ঠার পর

যার অংশ হিসেবে ঈশ্বরদী পৌরসভা দরিদ্র মানুষের মধ্যে ছাগল বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছে। সম্প্রতি ঈশ্বরদী পৌরসভার মেয়র মোঃ আবুল কালাম আজাদ মিন্ট ৭০ জন দরিদ্র পৌরবাসীর মধ্যে ছাগল বিতরণ করেন। মেয়র আশা করেন, এই ছাগল লালন পালন করে হতদরিদ্র পরিবারগুলো স্বচ্ছলতার মুখ দেখবে এবং পৌরএলাকার দারিদ্র্য হ্রাসকরণে ভূমিকা রাখবে।

উল্লেখ্য, ইউজিআইআইপি-৩ ভুক্ত প্রতিটি পৌরসভায় ইউজিআইএপি-এর আওতায় স্ব স্ব দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যা দেশের দারিদ্র্য হ্রাসকরণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

সিআরডিপির মাধ্যমে বদলে যাওয়া রূপসা ঘাটের গল্প

নবনির্মিত রূপসা বাস টার্মিনাল এবং নদীর পাড় সুরক্ষাসহ নদী পারাপারের সুবিধার জন্য নির্মিত গ্যাংওয়ে

বদলে গেছে চিরচেনা রূপসা ঘাটের দু'পার্শ্বের দৃশ্যপট। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে সোডিয়াম বাতির ঝলমলে আলো, উৎসুক ও ভ্রমণপিপাসু মানুষের পদচারণায় মুখরিত রূপসা ঘাট। কিছুদিন আগেও দিনে দু'বার জোয়ারের পানিতে ডুবে যেত এ এলাকা। নিসর্গের স্বাদ নেওয়া তো দূরের কথা জায়গাটি ছিল বিড়ম্বনায় ভরা। ঘাট ও বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা উন্নয়নের ফলে আজ এটি দৃষ্টিনন্দন স্থানে পরিণত হয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের (সিআরডিপি) মাধ্যমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের রূপসা ঘাট ও আশপাশের এলাকার সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। নদীর উভয় পার্শ্বে যাত্রীদের পারাপারের সুবিধার্থে স্থাপন করা হয়েছে গ্যাংওয়েসহ পন্টুন। পশ্চিম পাড়ে দৃষ্টিনন্দন দ্বিতল বাস টার্মিনাল ভবন ও পূর্ব পাড়ে যাত্রি ছাউনী। এসব স্থাপনায় নারীদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বাস টার্মিনালে রয়েছে টিকেট কাউন্টার, ফুড কর্নার ও নামাজের স্থান। বাস টার্মিনাল নির্মাণের ফলে বাগেরহাট, গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর, বরিশাল, কুয়াকাটাসহ দক্ষিণাঞ্চলের আন্তঃজেলা পরিবহন বাসগুলো এখানে অবস্থান এবং যাত্রী পরিবহন করবে। ঘাট সংলগ্ন নদীর উভয় পাড় উঁচু করা হয়েছে। ফলে জোয়ারের পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে মুক্ত হয়েছে এলাকা। দু'পাড়ে সীট পাইল ও আরসিসি পাইল স্থাপন করে সিসি ব্লক দিয়ে পাড় সংরক্ষণ করা হয়েছে। সংযোগ সড়ক, ড্রেন, ইয়ার্ড ও ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে। ঘাটে আগত বাস ও অন্যান্য যানবাহনের জন্য পার্কিং সুবিধা রাখা হয়েছে। ঘাটসংলগ্ন এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সড়কের মাঝ বরাবর ও উন্মুক্ত স্থানে গাছ লাগানো হয়েছে।

রূপসা ঘাটের প্রায় এক কিলোমিটার ভাটিতে অবস্থিত হযরত খান জাহান আলী সেতু, নদীর বুকে চলাচল করা নৌযান ও নদীর অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে 'রূপসা ফেরিঘাট' নামে খ্যাত এ স্থানে আজ ভ্রমণপিপাসু মানুষের সমাগম। এ ঘাটের বদলে যাওয়া সৌন্দর্য সবাই উপভোগ করছেন।

ইউজিআইআইপি-৩ এর জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের সাফল্য

নবনির্মিত মাদার'স ক্লাব

জয়পুরহাট পৌরসভা এলজিইডির তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের (ইউজিআইআইপি-৩) অন্তর্ভুক্ত একটি পৌরসভা। প্রকল্পের নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনা (ইউজিআইএপি) সফল বাস্তবায়নের ভিত্তিতে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাগুলো অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ পেয়ে থাকে। ইউজিআইএপির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো প্রকল্প বরাদ্দের পাশাপাশি পৌরসভার নিজস্ব অর্থে প্রকল্পের সহায়তায় প্রণীত জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান (জিএপি) বাস্তবায়ন। এরই অংশ হিসেবে জয়পুরহাট পৌরসভা নির্মাণ করেছে একটি মাদার'স ক্লাব। দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের অপেক্ষা করার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্কুল সংলগ্ন রাস্তার পাশে কিংবা স্কুল লাগোয়া কোনো বাসা বাড়িতে তাঁরা অপেক্ষা করেন, যা অত্যন্ত অস্বস্তিকর। জয়পুরহাট মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্রটিও ছিল একই রকম। এখানেও অভিভাবকদের জন্য আলাদা কোনো অপেক্ষাগার ছিল না। সম্প্রতি জয়পুরহাট পৌরসভা নিজস্ব অর্থায়নে মডেল স্কুলের পাশে গড়ে তুলেছে 'মাদার'স ক্লাব' নামে অভিভাবকদের জন্য একটি অপেক্ষাগার। এক কক্ষ বিশিষ্ট মাদার'স ক্লাবে এখন মায়েরা স্বাচ্ছন্দে অবস্থান করতে পারছেন। এখানে রয়েছে সুপেয় পানির ব্যবস্থা ও টয়লেট। মাদার'স ক্লাবটি নির্মিত হওয়ায় স্কুলে শিশুদের নিয়ে আগত মায়েদের দুর্ভোগ লাঘব হয়েছে। দীর্ঘসময় অবস্থানকারী মায়েদের জন্য এখানে আয়বর্ধনমূলক কাজের উদ্যোগ নেয়ার কথা ভাবছে পৌর কর্তৃপক্ষ। এটি একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। জয়পুরহাট পৌরসভার এ উদ্যোগ অন্যান্য পৌরসভার জন্য অনুকরণীয় হতে পারে।

এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতি লিমিটেডের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

এলকেএসএস লিঃ এর ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির সভাপতি শ্যামা প্রসাদ অধিকারী বক্তব্য রাখছেন

এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতি (এলকেএসএস) লিমিটেড-এর ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২৯ এপ্রিল ২০১৭ এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এলকেএসএস লিঃ এর সভাপতি শ্যামা প্রসাদ অধিকারী।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন এলকেএসএস লিঃ এর ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক মোঃ আবুল কালাম আজাদ। সমিতির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আউলাদ হোসেন সমিতির বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-১৭ উপস্থাপন করেন। সমিতির পরিচালক (অর্থ) মোঃ আবদুস সাত্তার ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট এবং বার্ষিক অডিট রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। পরে তা সমিতির সদস্যগণের কণ্ঠভোটে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। সভায় আগামী তিন বছরের জন্য নির্বাচিত নতুন কার্যনির্বাহী পর্ষদের নাম ঘোষণা করা হয়। পর্ষদের সভাপতি শ্যামা প্রসাদ অধিকারী (সদস্য সংখ্যা ০০২৫), সহ-সভাপতি মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন (সদস্য সংখ্যা ০০৩৫), ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আউলাদ হোসেন (সদস্য সংখ্যা ৩৯৬০)। নির্বাচিত পরিচালকবৃন্দ হলেন- মোঃ জয়নাল আবেদীন (সদস্য সংখ্যা ০২৮৪), মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ (সদস্য সংখ্যা ৩৭৯৯), মোল্লা আজিজুল হক (সদস্য সংখ্যা ০০৩৮), গৌতম প্রসাদ চৌধুরী (সদস্য সংখ্যা ৫৯৩২), শেখ মোহাঃ নূরুল ইসলাম (সদস্য সংখ্যা ০৪২৭), মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী (সদস্য সংখ্যা ৮৭১১), ওয়াজকরণী বিশ্বাস রহিজ (সদস্য সংখ্যা ৯৮০৯), মোঃ রফিকুল ইসলাম (সদস্য সংখ্যা ৬৯১৩) ও মোঃ হারুনুর রশিদ সরকার (সদস্য সংখ্যা ৬০০১)। সভাপতির বক্তব্যে শ্যামা প্রসাদ অধিকারী বলেন, এলকেএসএস লিঃ গঠনের উদ্দেশ্য ছিল এলজিইডি পরিবারের সদস্যদের একটি বটবৃক্ষের ছায়ায় নিয়ে আসা। তিনি উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে সমিতি সাতটি লাভজনক প্রকল্প পরিচালনা করছে, সমিতির কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাফল্যে তিনি আশান্বিত। বার্ষিক সাধারণ সভার পরে এলকেএসএস লিঃ এর পক্ষ থেকে এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তান, যারা বিগত এসএসসি, এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েছে, তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এলকেএসএস এর সভাপতি কৃতি শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননা স্মারক ও সনদপত্র তুলে দেন। এলজিইডির উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সমিতির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এলকেএসএস লিঃ এর সভাপতির হাত থেকে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছে এক কৃতি শিক্ষার্থী

কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত

শেষ পৃষ্ঠার পর

পল্লি ও শহর অঞ্চলের পরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সরকারের রূপকল্প ২০২১ যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান প্রকৌশলী দেশের ৬৪ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীদের সঙ্গে আলাদা আলাদা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মনিটরিং ও মূল্যায়ন) নূর মোহাম্মদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ঢাকা অঞ্চল) মোঃ মতিয়ার রহমান, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীবৃন্দ।

উল্লেখ্য, সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, সুশাসন এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে প্রতি অর্থবছরের জন্য মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের সচিব এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সকল বিভাগের সচিবগণের মধ্যে পৃথক পৃথক এপিএ স্বাক্ষরিত হয়। একইভাবে সচিবগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভাগের আওতাধীন সংস্থা প্রধানগণের এপিএ স্বাক্ষরিত হয়।

এলজিইডিতে দোয়া মাহফিল ও ইফতার অনুষ্ঠান

এলজিইডিতে অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিল ও ইফতার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি। বিশেষ অতিথি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী এডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার, এমপি এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপিসহ সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ৭ জুন ২০১৭ এলজিইডি মিলনায়তনে এক দোয়া মাহফিল ও ইফতারের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী এডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার, এমপি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব আবদুল মালেক এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মাফরুহা সুলতানা। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারীসহ এলজিইডির সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পরামর্শকবৃন্দ এ দোয়া মাহফিল ও ইফতারে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহ্‌র শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত

২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ও এলজিইডির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী বলেছেন, বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রত্যেক জেলায় নির্ধারিত সময়ে শতভাগ কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। কাজের মান রক্ষা ও নির্মিত অবকাঠামোগুলো টেকসই করতে সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে। গত ২০ জুন ২০১৭ এলজিইডি সদর দপ্তরে জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীদের সঙ্গে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তিনি এ নির্দেশনা দেন।

এরপর পৃষ্ঠা ১১

উপদেষ্টা : শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, **সম্পাদক :** মোঃ আবুল কালাম আজাদ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন), এলজিইডি।
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়: আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। ওয়েবসাইট : www.lged.gov.bd